মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক

ফল প্রকাশ ঠিক সময়ে: শিক্ষামন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে একসঙ্গে ১৭ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ঘটনার প্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ওপর পড়বে না। এই দুটি পরীক্ষার ফল ঠিক সময়ে প্রকাশিত হবে। মঙ্গলবার এমনই আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চাকরিহারা এই শিক্ষকদের অনেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ করছিলেন। এই শিক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে সেই খাতা ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। কেউ যদি খাতা দেখতে চান, দেখতেই পারেন বলে জানিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারি। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১৮ মার্চ। মে মাসের গোড়ায় মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়। এই দুটি পরীক্ষার মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মাধ্যমিকের খাতা দেখার ক্ষেত্রে চাকরি বাতিলের প্রভাব সেভাবে না পড়লেও উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে পড়েছে। চাকরিবাতিলের রায়ের পর চাকরিহারাদের অনেকেই তাঁদের কাছে থাকা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা প্রধান পরীক্ষকের কাছে ফেরত দিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় এই দুটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ সময়ে হওয়া নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এদিন এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও সংসদের সঙ্গে কথা বলেছি। ফল প্রকাশে দেরি হবে না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঠিক সময়ে বেরোবে।'

চাইলে চাকরিহারা শিক্ষকরা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখতে পারবেন। তাঁদের কাছ থেকে জোর করে উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি স্বেচ্ছায় উত্তরপত্র ফিরিয়ে দেন, তা অবশ্য নিয়ে নেওয়া হবে। সেই খাতা অন্য শিক্ষকদের দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া হবে। তবে কেউ যদি জোর করে উত্তরপত্র আটকে রাখে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমনটাই জানিয়েছে সংসদ। সংসদ সূত্রে খবর, রায়ের পর চাকরিহারা অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গ রিজিয়নের প্রায় অধিকাংশ উত্তরপত্রই মূল্যায়নের পর জমা পড়ে গেছে। তবে কলকাতা ও বর্ধমান রিজিয়নের বেশিরভাগ উত্তরপত্রের মূল্যায়ন হয়নি।

অভিজিৎকে কটাক্ষ ব্রাত্যর

আজকালের প্রতিবেদন

চাকরি বাতিলের ঘটনায় প্রাক্তন বিচারপতি এবং বর্তমানে বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলির নানা রকম মন্তব্য নিয়ে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য কমিটি গড়ার প্রস্তাব অভিজিৎবাবু কোথায় দিয়েছিলেন, কাকে দিয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। চাকরির জট কাটাতে কমিটি গড়ার প্রস্তাব সংবাদ মাধ্যমে দিয়েছিলেন অভিজিৎবাবু। এদিন একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই বিষয়ে তিনি চিঠি দিতে পারেন। কোথায় দেবেন সে প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী আজ, বুধবার দুপুরে অভিজিৎবাবুকে বিকাশ ভবনে, তাঁর দপ্তরে আসতে বলেন। অভিজিৎবাবু জানান, তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসবেন। তার আগে অবশ্য চাকরিহারাদের নিয়ে অভিজিৎবাবুর নানা মন্তব্য প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যখন বিচারপতি ছিলেন, তখন রাজনীতিবিদদের মতো কথা বলতেন। সাংসদ হওয়ার পর বিচারপতির মতো কথা বলছেন। এক সাক্ষাৎকারে দেখেছিলাম ওঁর থিয়েটারের অ্যাক্টর হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। থিয়েটারের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, উনি যদি কোনওদিন অভিনেতা হতে চেয়ে থাকেন, ওঁর জানা উচিত কার জন্য কার পার্ট নির্দিষ্ট।'

কালীগঞ্জ বিধানসভা খসড়া ভোটার তালিকা

অংশু চক্রবর্তী

নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল। মঙ্গলবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দপ্তর এই তালিকা প্রকাশ করেছে। ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-দের প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ রাজ্য থেকে দিল্লিতে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছেন ২১৩ জন বিএলও। আগামী দু'মাসের মধ্যেই ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। ২০২৬-এর এপ্রিল মাসে ভোট শুরু হতে পারে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ইতিমধ্যেই সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন সকলকে মানতে হবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ভোটারকে ভোট দিতে উৎসাহ দিতে হবে। এদিকে রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এদিন একটি সর্বদলীয় বৈঠক করেন। সেখানে ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

কালীগঞ্জ বিধানসভার মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৭৮। পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৩। মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৭১। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। এ রাজ্য-সহ সারা দেশে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ৬ জানুয়ারি। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কালীগঞ্জ বিধানসভা এলাকার ৩১২ জনের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তথ্য সংশোধন হয়েছে ৮৯৬ জনের। চূড়ান্ত তালিকায় নাম কাটা গেছে ৩২৮ জনের। এবার প্রথম নির্বাচন কমিশন কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে আবার ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চলেছে। যদিও এখনও কালীগঞ্জ বিধানসভার উপ-নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে শাসক ও বিরোধী দল সোচ্চার হয়েছে। তাই আবার নতুন করে কালীগঞ্জের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হল। এই কাজ চলবে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। বিশেষ শিবির হবে ১২ ও ১৩ এপ্রিল এবং ১৯ ও ২০ এপ্রিল। অভিযোগ জানানো যাবে ২ মে পর্যন্ত। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৫ মে। টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৯৫০। https://voters.eci.gov.in থেকেও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছিল ২৭ মার্চ। শেষ হয়েছিল ২৯ এপ্রিল। ৮ দফায় হয়েছিল নির্বাচন।

আগামী বছর ভোটের প্রস্তুতি

বন্দি মৃত্যুতে সিবিআই

নদিয়ার মুরুটিয়া থানা এলাকায় পুলিশ হেফাজতে ২০২৩ সালের ২৬ আগস্ট শওকত মণ্ডলের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, এর আগে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি ঘটনায় আগে ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সেই রায় সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখে। তাই এই মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দেওয়া হল। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন শওকতের স্ত্রী মঞ্জুরা বিবি।

মামলা থেকে অব্যাহতি

শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার জওহরলাল নেহরু রোডে বেআইনি জমায়েতের অভিযোগের মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন ১১ জন। সোমবার জওহরলাল নেহরু রোডে জমায়েত হয়। আইনজীবী ইয়াসিন রহমান জানান, ইজরায়েলে হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে ওই সমাবেশ হয়। পুলিশ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালত ওই ১১ জনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

বাঁশদ্রোনী পার্ক এলাকায় নতুন করে সাজানো গীতাঞ্জলি পার্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির উন্মোচন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন কলকাতা পুরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদার, ১১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী। টালিগঞ্জে মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

সত্যমেব জয়তে

● ১ পাতার পর

তবে আমি একটা কথাই বলতে পারি, স্থানীয় ফুটবল লিগে কী হয়, কৃশানু বল বাড়ায় বিকাশ গোল করে। কিন্তু যখন জাতীয় স্তরে খেলা হয় তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে, কৃশানু নেই। কৃশানু খেলা ছেড়ে দিয়েছে বা অন্য কোনও পেশায় চলে গেছে। তাহলে এবার বিকাশকে কে বল বাড়াবে? তাই গোল আর হচ্ছে না। সেজন্যই আমি এখানকার স্থানীয় নেতাদের বলছি, একটা অন্তত চিমা ওকোরি তৈরি করুন।' আর কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসের একাংশ যে অপপ্রচার চালাচ্ছিল, তা ধুয়ে-মুছে দুরমুশ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আমরা চাকরি দেওয়ার রাজনীতি করি, ওরা চাকরি খাওয়ার রাজনীতি করে।'

বেকসুর খালাস

সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগের মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেলেন রমেশ সিং নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালত এই আদেশ দিয়েছে। আইনজীবী ইয়াসিন রহমান জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৬ সালে। পোস্তা থানার এলাকার একটি হাসপাতালের কর্মী ছিলেন রমেশ সিং।

রাস্তা তৈরি নিয়ে মারপিট বিজেপিতে

● ১ পাতার পর

এর পর পুলিশি হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিন গ্রামের বিজেপির দুই গোষ্ঠীর কর্মী-সমর্থকের হাতাহাতির ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল রাজনৈতিক সমালোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সদস্য নাইকি হাঁসদা বলেন, 'বিজেপির এটা কালচার। সামান্য একটি রাস্তা নিয়েই নিজেদের দলের নেতা-নেত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের সামনে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ছে দু'পক্ষ। এতেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপির এমন আচরণের জন্যই অনেক জায়গায় উন্নয়ন আটকে যাচ্ছে।'

যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, 'দুই গ্রামের মানুষ পাকা রাস্তার দাবি জানিয়েছিলেন।'

রাস্তা তৈরিকে ঘিরে পুরাতন মালদার মহিষবাথানিতে বিজেপির দু'পক্ষের মধ্যে গোলমাল। ছবি: অভিজিৎ চৌধুরি

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার গ্রামোন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। গ্রামীণ সেই রাস্তা নির্মাণের জন্য ২০২০ সালে প্রথম পর্যায়ে ওই গ্রামের লক্ষ্মী মোড় হয়ে যে রাস্তা বরাদ্দ করা হয়েছিল, পরে এক ঠিকাদার সংস্থা সে রাস্তায় মাপজোক না করে ওই গ্রামের ইকরাপুকুর এলাকার অন্য রাস্তা মাপজোক করে। এ নিয়ে এদিন দুপুরে রাস্তা পরিদর্শন করতে যান রাস্তা নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ অন্যরা। বিজেপি-পরিচালিত পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী জানিয়েছেন, এখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। দুটি গ্রামের মানুষ পাকা রাস্তার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু নিজেরাই বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে বহু চাকরিহারা শিক্ষক স্কুলে

● ১ পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে নিয়মিত স্কুলে আসছিলেন হুগলির বেশ কয়েকজন শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পর মঙ্গলবার স্কুলে ফিরলেন আরও আটজন চাকরিহারা শিক্ষক। রিষড়া বিদ্যাপীঠ ইউনিট টু হিন্দি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ১৯। তাঁদের মধ্যে আদালতের নির্দেশে অনিশ্চিত হয়েছেন ১২ জন শিক্ষক। আদালতের রায়ের পর স্কুল চালাতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। এদিন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে আসেন। চাকরিহারা শিক্ষক সৌরভ কুমার বলেন, 'চাকরি যাওয়ার পরও আমি স্কুলে আসছিলাম। মাইনে বন্ধ হলে কীভাবে সংসার চালাব জানি না।' চাকরিহারা শিক্ষক দেবদত্তা বৈদ্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা একটা পজিটিভ নিউজ। উনি আমাদের সঙ্গে আছেন।' 'মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা করেই আবার পড়াতে আসছি', বললেন শিক্ষক কুণাল মণ্ডল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোশনকুমার মাল জানান, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে তাঁর স্কুলের শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। যার পর এদিন ৮ জন শিক্ষক স্কুলে এসেছেন। বাকি চার জন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা জমার জন্য গেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে স্কুলে এলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের সুন্দরবন জনকল্যাণ সঙ্ঘ বিদ্যানিকেতনের চাকরিহারা দুই শিক্ষক। এঁরা হলেন সঞ্জীব মাইতি ও মনিরুল ইসলাম মল্লিক। এই দুই শিক্ষক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও নিয়মিত স্কুলে আসছেন। এদিনও তাঁরা এসেছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ওপর আশ্বাস রাখছেন। তাঁরা স্থায়ী সমাধান চাইছেন। দুই শিক্ষক জানান, 'আমরা প্রতিদিনের মতো স্কুলে আসছি। কারণ আমরা স্কুল ছেড়ে থাকতে পারব না। আমরা আশা করছি ভাল কিছু হবে।' স্কুলের ২৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ১১ জন চাকরি হারানোয় সমস্যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৪০০। সেক্ষেত্রে পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের বিহারজুড়িয়া হাই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক দিনেশ পাত্র এখনও আশাবাদী, তাঁদের চাকরি থাকবে। কোনও না কোনও পথে তাঁদের চাকরি রক্ষা পাবে। তাই সর্বোচ্চ আদালতের রায় শোনার পরও স্কুল যাওয়া বন্ধ করেননি তিনি। মঙ্গলবারও স্কুলের সময়সূচি মেনে স্কুলে গেছেন, ডিউটিও করেছেন। তিনি জানান, স্কুলে এখন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা চলছে। এদিন তিনি ইনভিজিলেটর হিসেবে পরীক্ষা দেখাশোনা করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অংশুমান মণ্ডল জানান, সরকারি ভাবে ওই শিক্ষককে টার্মিনেট করার নির্দেশ তাঁর কাছে আসেনি। তাই ওই শিক্ষক যথারীতি স্কুলে আসছেন। স্কুলের ডিউটিও করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের হাজিনগর হিন্দি আদর্শ বিদ্যালয়ের ১৬ জন চাকরিহারা শিক্ষক স্কুলে এসেছেন। প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। একই অবস্থা কাঁকিনাড়া হাই স্কুলেও। এখানে ৩৬ শিক্ষকের মধ্যে চাকরি বাতিল হয়েছে ১২ জনের। মঙ্গলবার তাঁদের মধ্যে ৯ জনই স্কুলে এসেছিলেন। নির্দিষ্ট রুটিনে ক্লাসও নিয়েছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র: প্রভাত সরকার, স্নেহাশিস সৈয়দ, মিল্টন সেন, গৌতম মণ্ডল, আলোক সেন ও সোহম সেনগুপ্ত

মন্ত্রীরা সমাজমাধ্যমে সক্রিয় হোন

● ১ পাতার পর

রাজ্যের নতুন বিধি অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হবে। সেখানে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ প্রশাসনিক কর্তারা থাকবেন। নানা বিষয় খতিয়ে দেখে একটি প্যানেল তৈরি করবে সেই কমিটি। তা থেকেই রাজ্য পুলিশের ডিজি বেছে নেবে সরকার। ইউপিএসসি-কে আর তালিকা পাঠাতে চায় না রাজ্য।

পদকজয়ীদের চাকরি

মঙ্গলবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কিছু নতুন পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সূত্রের খবর, পুর ও নগরোন্নয়ন, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্র এবং খাদ্য দপ্তরে ৫০টির কিছু বেশি পদ তৈরি করা হবে। পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের পুলিশে চাকরি দেওয়ার পৃথক বিধি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে ওই বৈঠকে। এর ফলে ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদে নিয়োগ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনেক শূন্যপদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট: ৪০০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ

ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগের মামলার তদন্তে নেমে ইডি ৪০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় গেছে তা খতিয়ে দেখছে। এ ছাড়াও ১৮১টি মামলার বিষয়ে খোঁজখবর করছে। মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সৌমেন্দ্রনাথ দাসের এজলাসে ইডি হেফাজত থেকে এনে হাজির করা হয় চিরাগ কাপুর ও যোগেশ দুয়াকে। মঙ্গলবার আদালতে ইডির কৌঁসুলি অরিজিৎ চক্রবর্তী সওয়ালে বলেন, সারা দেশে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে প্রতারণার বিষয়টি মাথা চাড়া দিয়েছে। সরকার এই বিষয়ে মানুষকে অবহিত করছে। শুধু একজন মহিলা অভিযোগকারীর ৪৭ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে। এরকম আরও ১৮১টি অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজখবর চলছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL POLICE DIRECTORATE
BHABANI BHAWAN, ALIPORE
KOLKATA – 700027

1. Applications are invited by the Superintendent of Police, Purulia for engagement of 02 (Two) numbers of Senior Legal Consultants for Purulia District Police on contractual basis. For further details and application proforma, visit https://wbpolice.gov.in .
2. The application along with relevant enclosures should be sent addressing to the Superintendent of Police, Purulia through mail vide ID: sppla7@gmail.com or through speed post on or before 21.04.2025.

ICA- N 139(3)/2025

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, নতুন দিল্লি
Adv. No. ICMAR/DIR/RMRCD/02/2025-RP Cell
শূন্যপদের সার্কুলার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ রিসার্চ অধীনে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) একটি স্বশাসিত সংস্থা, আইসিএমআর-রিজিওনাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, ডিব্রুগড় স্থানে (আইসিএমআর-আরএমআরসিডি) ডিরেক্টর শূন্যপদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছেন ২১ এপ্রিল, ২০২৫ বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত এবং ওই শূন্যপদের পে ম্যাট্রিক্স (₹১,৪৪,২০০-২,১৮,২০০) (৭ম সিপিসি স্কেলে) লেভেল ১৪ এবং আইসিএমআর কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য সাধারণ ভাতা সহ।
বিজ্ঞাপনের বিশদের জন্য আইসিএমআর ওয়েবসাইট www.icmr.nic.in বা https://recruit.icmr.org.in দেখুন।
অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-জেনারেল (অ্যাডমিন)
CBC 17152/12/0004/2526

Ministry of Ayush
Government of India
বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চেয়ারে ডেপুটেশন

ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওষুধের আয়ুর্বেদ ও ইউনানি ব্যবস্থার জন্য চেয়ারের প্রস্তাব করছেন।
২) প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য স্থায়ী সময়ের পূর্ণ সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিতে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চেয়ারের জন্য যোগ্য ভারতীয় প্রার্থীগণের থেকে নির্ধারিত আকারে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন। চয়ন করা ব্যক্তি শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ সময়ে ওই পদে ডেপুটেশনে নিযুক্ত হতে পারেন।
৩) আবেদনের আকার এবং চেয়ারের বিশদ নির্দেশিকা যেখানে আয়ুষ চেয়ারের উদ্দেশ্য ও কার্য বিবৃত, ফলাফল, যোগ্যতামান ইত্যাদি মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://ayush.gov.in/তে পাওয়া যাবে।
৪) চেয়ারের সম্পূর্ণ করা আবেদন পৌঁছতে হবে শ্রী জয়নাল আবেদিন, আন্ডার সেক্রেটারি, আয়ুষ মন্ত্রক, ভারত সরকারের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা করতে হবে বিজ্ঞাপনের থেকে ৩০ দিনের মধ্যে। ঠিকানা: কক্ষ নং ১১১, আয়ুষ ভবন, বি-ব্লক, জিপিও কমপ্লেক্স, আই এন এ, নতুন দিল্লি-১১০০২৩ (ভারত)।
৫) কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীগণকে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর এ সি ভাড়া প্রদান করা হবে।
CBC 17201/11/0001/2526

09.04.2025 Kolkata, Siliguri

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING
আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ফ্লোর নং ৪, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
পরিশিষ্ট IV-A
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

১১.০৩.২০২৪ তারিখের সংযুক্তিকরণের প্রকল্প মোতাবেক আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর সংযুক্তিকরণের প্রেক্ষিতে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল- আহমেদাবাদ দ্বারা জারিকৃত আদেশনামায় যথাযথরূপে নথিভুক্ত, বন্ধকি সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে এখানে নীচের তফসিলে উল্লিখিত বন্ধক প্রদত্ত সম্পত্তির বিক্রি অন্তর্ভুক্ত করে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড-এর তরফে কৃত যাবতীয় কার্যাবলি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩০ ও ২৩২ নং ধারাধীনে সংযুক্ত কোম্পানি অর্থাৎ, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়েছে।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থান-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, (১) দিশা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর মিঃ দিব্যেন্দু মোহান্ত-এর মাধ্যমে; (২) মিঃ দিব্যেন্দু মোহান্ত (জামিনদার); (৩) মিসেস পামেলা মোহান্ত (জামিনদার); (৪) মিসেস নীলিমা মোহান্ত (জামিনদার)-এর থেকে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (আগে পরিচিত ছিল 'আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড' নামে), সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর পাওনা বাবদ ১১.১০.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে ₹৩,০১,৮৩,৮৪৮.৮৪ (তিন কোটি এক লক্ষ তিরাশি হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র) (এর মধ্যে প্রযোজ্যমতো গণনাকৃত টিডিএস এবং প্রি-পেমেন্ট চার্জ ধরা নেই) পুনরুদ্ধারের জন্য আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে।
স্থাবর সম্পত্তিগুলির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

সম্পত্তি	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	বায়না জমা বা ইএমডি (₹)
সম্পত্তি নং ১	₹৩৮,৮৮,০০০/-	₹৩,৮৮,৮০০/-
সম্পত্তি নং ২	₹৭৪,৪৪,০৮০/-	₹৭,৪৪,৪০৮/-
সম্পত্তি নং ৩	₹৩১,৮৫,২৮০/-	₹৩,১৮,৫২৮/-
সম্পত্তি নং ৪	₹৩,৯৮,৪৭৫/-	₹৩৯,৮৪৮/-

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১: সামান্য কমবেশি ২ (দুই) কাঠা জমির প্লটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হুমাইপুর, পরগনা- আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, জে এল নং ৫২, রে সা নং ৫৬, সি এস খতিয়ান নং ১৯৬, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৯, আর এস প্লট নং ৪৮৯, ৩ নং শ্রীনগর রোড, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৪ নং (পুরনো ১৩ নং) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা- বারাসত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম), এডিএসআর অফিস- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, তৎস